দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR. 08 20[illegible]
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজে অনার্স কোর্স চালু করার ঘোষণা এখন সময়ের দাবী

কামাল উদ্দীন জোয়ার্দার : বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় সরকারী কলেজে অনার্স কোর্স চালু হলেও একমাত্র চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে আজ পর্যন্ত তা চালু করা হয়নি।

তিন যুগ ধরে কলেজটিতে স্নাতক শ্রেণী চালু থাকলেও কলেজের বিজ্ঞান বিভাগকে সরকারী অনুদানভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। যে কারণে উক্ত শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজটির বিজ্ঞান বিভাগকে স্নাতক শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধাসহ অনার্স কোর্স চালুর সরকারি ঘোষণার বাস্তবায়ন এখন জেলাবাসীর সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, গত ১২-০২-০২ তারিখে স্মারক নং ৫এম-৫৯পি-[illegible]এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা মহাপরিচালকের পক্ষে সহকারী পরিচালক (কলেজ-২) মোঃ আব্দুল হাই তালুকদার চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেছেন। পত্রের মাধ্যমে তিনি এই কলেজের পদ সৃষ্টিসহ ১৪টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিষয়ওয়ারী সৃষ্ট পদ এবং কর্মরত পদ বিন্যাস করে তালিকা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছেন।

এই কলেজটি ১৯৬২ সালের ১ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গার তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক এসএইচ খান মজলিসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৬৬ সালে কলেজটিতে স্নাতক শ্রেণী চালু হয়। ১৯৭৯ সালের ৭ মে কলেজটিকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হিসেবে সরকারীকরণ করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে বিএ ও বিকম শ্রেণীর স্বীকৃতি পায়। কিন্তু ১৯৮৩ সালে এনাম কমিটি কলেজের বিজ্ঞান অনুষদকে উচ্চ মাধ্যমিক হিসেবে যে স্বীকৃতি দেয় তা আজও বহাল আছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ডিগ্রী পর্যায়ের পদ সৃষ্টি হয়নি। সরকারী অনুদান পেয়ে আসছে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হিসেবে। এই অনুদান দিয়ে স্নাতক শ্রেণীর ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। কলেজটিতে বর্তমানে প্রায় ২ হাজার ছাত্র/ছাত্রী পড়াশোনা করছে। কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ [illegible] জানান, কলেজটিতে এখন নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।